গ্রামভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য-সদস্যাগণ ভিডিপি সংগঠন সম্পর্কে ধারনা লাভ করেন এবং ভিডিপি পাটুনের সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করতে সক্ষম হন।

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলীঃ

১. সংশিষ্ট গ্রামের ৩২ জন পুরুষ এবং ৩২ জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত দু'টি প্লাটুনকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
২. গ্রামের সুবিধাজনক স্থানে ১০ (দশ) দিনের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
৩. একটি গ্রামে একবার এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৪. প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বনিম্ন অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হয়।
৫. প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
৬. প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে ১০ দিন প্রশিক্ষণে ১৫০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।
৭. প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত ১৫০০ টাকা থেকে ১০০ টাকা মূল্যের আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ৫টি শেয়ার ক্রয় করতে হয়।
৮. প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান করা হয়।
৯. এক গ্রামের সদস্যকে অন্য গ্রামে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।
১০. জেলা কমান্ড্যান্ট আর্থিক বছর শুরুর আগেই উপজেলা কর্মকর্তার সুপারিশ মোতাবেক গ্রাম নির্বাচন করেন।
১১. এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা পাটুন সমূহ পুনগঠিত হয়।

অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)

১. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য সদস্যাগণ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে নির্ধারিত ১০% কোটায় আবেদন করার সুযোগ পান।

সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)

এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে সদস্য ও সদস্যাগণ সাধারণ আনসার হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন এবং অংগীভূত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ

- বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের গাজীপুরের সফিপুর আনসার-ভিডিপি একাডেমীতে প্রশিক্ষণ করতে হয়।
- আনসার আইন ১৯৯৫ এবং আনসার বাহিনী প্রবিধানমালা ১৯৯৬ এর আলোকে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে নিম্নরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয়ঃ
  - ক) বয়স ১৮ হতে ৩০ বছর।
  - খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ।
  - গ) উচ্চতাঃ
    - (অ) সর্বনিম্ন ১৬০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৫ফুট ৪ ইঞ্চি (পুরুষের ক্ষেত্রে)
    - (আ) সর্বনিম্ন ১৫০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৫ ফুট - ০ ইঞ্চি (মহিলার ক্ষেত্রে)
    - (ই) বুকের মাপ ৭৫ সেন্টিমিটার হইতে ৮০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৩০ - ৩২ (পুরুষের ক্ষেত্রে)।
    - (ঈ) দৃষ্টি শক্তিঃ ৬/৬
- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা হয়।
- এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোন সদস্যের নিকট হতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয়

না।

- এ প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কেপিআই/গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় অংগীভূত হয়ে নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বপালনকরে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য/সদস্যাগণ দূর্গাপূজা, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য স্বল্পকালীন সময়ের জন্য অংগীভূত হয়ে থাকেন।

পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

মৌলিকপ্রশিক্ষণ ছাড়াও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন আনসার ভিডিপি সদস্য/ সদস্যা স্বনির্ভর হবার সুযোগ পায়। আনসার-ভিডিপি সংগঠন প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেমনঃ

- বেসিক কম্পিউটার কোর্স (ভিডিপি পুরুষ/মহিলা)
- ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স (ভিডিপি মহিলা)
- নকশি কাঁথা কোর্স (ভিডিপি পুরুষ)
- মোটর ড্রাইভিং ও মেকানিক্স প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ/মহিলা)
- ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনার মেরামত প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ)
- সেলাই প্রশিক্ষণ (ভিডিপি মহিলা)

সাধারন আনসার অংগীভূতির নিয়মাবলী

আনসার সদস্যের জন্য:

যে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় চাহিদা বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণকরে আনসার অংগীভূত করে দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়।

- সদর দপ্তর কর্তৃক আনসার বাছাই করে ভবিষ্যতে অংগীভূত করার জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা হয়।
- বর্তমানে তিন বছরের জন্য সংস্থায় আনসার অংগীভূত করা হয় অর্থাৎ ১জন আনসারের অংগীভূতির মেয়াদ একনাগাড়ে তিন বছর।
- অংগীভূতিকাল সমাপ্তির ০৬ মাস পর কোন আনসার পুনরায় অংগীভূত হতে পারে।
- এক জেলার আনসার সদস্য অন্য জেলায় অংগীভূত হতে পারবেন না। তবে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, চট্র্গ্রাম ও খুলনা জেলার বেলায় এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।
- আনসার সদস্যদের অংগীভূতির জন্য ফায়ারিং অভিজ্ঞতাসহ মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়।
- সাধারণত বছরের শুরুতে এবং মাঝামাঝি সময়ে অংগীভূতির জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর জেলারবিশেষ প্যানেল প্রস্তুত করা হয়।